মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচি
(MGNREGS - Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme)

নং	প্রশ্ন	উত্তর
১	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচির উদ্দেশ্য কী ?	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হল - ▪ যে সকল গ্রামীণ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা অদক্ষ কায়িক শ্রম করতে ইচ্ছুক, সেই রকম প্রত্যেক পরিবারকে প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী বছরে ১০০ দিনের কাজ দেওয়া ▪ গ্রামীণ এলাকায় স্থায়ী সম্পদ তৈরির মাধ্যমে দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগের ভিত্তিগুলিকে আরও শক্তিশালী করা
২	এই কর্মসূচির মূল পর্যায়গুলি কী কী ?	এই কর্মসূচিটিকে মূল পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় - ক) কর্মপ্রার্থী পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে পরিবারের রেজিস্ট্রেশন । খ) রেজিস্ট্রীকৃত পরিবারগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে জব কার্ড দেওয়া । গ) জব কার্ডের ভিত্তিতে কর্মপ্রার্থী পরিবারের তরফে কাজের আবেদন করা ও রূপায়ণকারী সংস্থার তরফে তা গ্রহণ করা । ঘ) রূপায়ণকারী সংস্থার তরফে কাজের আবেদন করা পরিবারগুলিকে কাজ বরাদ্দ করে জানিয়ে দেওয়া এবং ঙ) রূপায়ণকারী সংস্থার তরফে প্রকল্প রূপায়ণে মজুরি প্রদান এবং কাজের বরাদ্দ করতে না পারলে বেকার ভাতা প্রদান ও তার হিসাবরক্ষণ ।
৩	এই কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার এবং ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর কারা ?	এই কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার হলেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর হলেন জেলা শাসক ।
৪	এই কর্মসূচির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য গ্রামের মানুষের কাছে কর্মসূচির বিষয়ে কী কী ভাবে প্রচার করা যেতে পারে ?	গ্রামের সমস্ত মানুষকে এই কর্মসূচির ব্যাপারে সচেতন করার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রচারের উদ্যোগ নিতে পারে - ▪ মাইক দিয়ে ঘোষণা ও মিছিল ▪ বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার, পাড়া ভিত্তিক আলোচনা ▪ লিফলেট, পোস্টার, দেওয়াল লিখন ▪ গ্রাম সংসদ সভা এবং গ্রাম সভায় আলোচনা ▪ বিশেষ গ্রাম সংসদ সভায় আলোচনা ▪ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে নিয়ে আলোচনা ▪ অন্যান্য সভায় যেমন - স্বনির্ভর দলের সভায় আলোচনা ইত্যাদি
৫	এই কর্মসূচির আওতায় কারা কাজ পেতে পারেন ?	গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সের কোনও ব্যক্তির যদি জব কার্ড থাকে তবে তিনি কাজ চাইলে কাজ পেতে পারেন ।

নং	প্রশ্ন	উত্তর
৬	দারিদ্র সীমার ওপরে যে সকল পরিবারের নাম আছে তারাও কি কাজ পেতে পারেন ?	হ্যাঁ, যদি জব কার্ড থাকে তবে দারিদ্র সীমার ওপরে যে সকল পরিবারের নাম আছে তারাও কাজ চাইলে কাজ পাবেন ।
৭	যারা প্রতিবন্ধী তারাও কি এই কর্মসূচির আওতায় কাজ পেতে পারেন ?	হ্যাঁ, জব কার্ড থাকলে প্রতিবন্ধীরাও কাজ পেতে পারেন তবে তাদের ক্ষেত্রে শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার মাত্রার ওপর এই কর্মসূচির সুবিধা পাওয়া অনেকাংশে নির্ভর করে ।
৮	যারা কোনও প্রকার ভাতা বা পেনশন পান তারা এই কর্মসূচির আওতায় কাজ পেতে পারেন কি ?	যারা কোনও প্রকার ভাতা বা পেনশন পান তাদের যদি জব কার্ড থাকে তবে তাদের এই কর্মসূচির আওতায় কাজ পেতে বাধা নেই ।
৯	কোনও জনপ্রতিনিধি বা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এই কর্মসূচির আওতায় কাজ পেতে পারেন কি ?	কোনও জনপ্রতিনিধি বা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের যদি জব কার্ড থাকে তবে তার কাজ পেতে কোনও বাধা নেই ।
১০	এই কর্মসূচির আওতায় নাম নথিভুক্তকরণের (রেজিস্ট্রেশনের) কত দিনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নিবন্ধীকৃত পরিবারকে জব কার্ড দেবে ?	এই কর্মসূচির আওতায় নাম নথিভুক্তকরণের একুশ দিনের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রত্যেকটি নিবন্ধীকৃত পরিবারকে একটি জব কার্ড দেবে ।
১১	কোনও পরিবারের কি একাধিক জব কার্ড থাকতে পারে ?	না, প্রতি পরিবার পিছু কেবলমাত্র একটিই জব কার্ড থাকবে ।
১২	জব কার্ড কার কাছে থাকবে ?	জব কার্ড সব সময় উপভোক্তার কাছেই থাকা দরকার । এটা কখনওই গ্রাম পঞ্চায়েত, সুপারভাইজার, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি বা অন্য কারুর কাছে থাকবে না ।
১৩	কোনও পরিবারের একাধিক সদস্য একই সঙ্গে পৃথক পৃথক কাজে নিযুক্ত থাকলে জব কার্ডটি কার কাছে থাকবে ?	কোনও পরিবারের একাধিক সদস্য একই সঙ্গে পৃথক পৃথক কাজে নিযুক্ত থাকলে পরিবারের একজন মূল জব কার্ডটি সঙ্গে রাখবেন এবং বাকি সদস্যরা জব কার্ডের ফটোকপি সঙ্গে রাখবেন ।
১৪	একটি জব কার্ড কতদিন চালু থাকবে ?	জব কার্ড ইস্যু হওয়ার বছর থেকে আর্থিক পাঁচ বছরের জন্য ওই জব কার্ডটি চালু থাকবে ।
১৫	জব কার্ড নষ্ট বা হারিয়ে গেলে কী করতে হবে ?	জব কার্ডটি নষ্ট বা হারিয়ে গেলে ডুপ্লিকেট জব কার্ডের জন্য আবেদন করা যেতে পারে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত যথাযথভাবে যাচাই করে তবেই ডুপ্লিকেট জব কার্ড ইস্যু করবে ।
১৬	জব কার্ডে ফটো থাকা কি আবশ্যিক ?	হ্যাঁ, জব কার্ডে ফটো থাকা আবশ্যিক ।

নং	প্রশ্ন	উত্তর
১৭	এই কর্মসূচিতে কোন ফর্ম কী কাজে ব্যবহৃত হয় ?	**ফর্ম ১** - অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে আগ্রহী এমন পরিবারের কর্তা বা সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের নাম নথিভুক্তকরণের জন্য আবেদনের ফর্ম **ফর্ম ২** - আবেদন রেজিস্টার যেখানে আবেদনপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তারিখ সহ লিপিবদ্ধ থাকে **ফর্ম ৩** - নিবন্ধীকরণ ও কর্মসংস্থান রেজিস্টার **ফর্ম ৪** - জব কার্ড **ফর্ম ৪ (ক)** - জব কার্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি এই ফর্মে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে কাজের জন্য দরখাস্ত করে **ফর্ম ৪ (খ)** - গ্রাম পঞ্চায়েত লিখিত ভাবে এই ফর্মের মাধ্যমে কাজের জন্য আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয় কখন এবং কোথায় কাজের জন্য উপস্থিত হতে হবে **ফর্ম ৫** - কাজ দেওয়ার নির্দিষ্ট হিসাব এই ফর্মে প্রোগ্রাম অফিসারকে জানানো হয় **ফর্ম ৬** - মাস্টার রোল **ফর্ম ৭** - মাস্টার রোল স্টক রেজিস্টার **ফর্ম ৮** - মেজারমেন্ট বুক **ফর্ম ৯** - সম্পদ রেজিস্টার
১৮	এই কর্মসূচির আওতায় কাজ চাওয়ার জন্য আবেদন করা কি বাধ্যতামূলক ?	হ্যাঁ, এই কর্মসূচির আওতায় কাজ চাওয়ার জন্য আবেদন করা বাধ্যতামূলক ।
১৯	কাজ চাওয়ার জন্য কোথায় আবেদন করতে হবে ?	কাজ চাওয়ার জন্য স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪ (ক) ফর্মে আবেদন করতে হবে ।
২০	একাধিক আবেদনকারী কাজ চাওয়ার জন্য যৌথ দরখাস্ত করতে পারেন কি ?	হ্যাঁ, একাধিক আবেদনকারী কাজ চাওয়ার জন্য যৌথ দরখাস্ত করতে পারেন ।
২১	একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য পৃথক পৃথক আবেদন করে কাজ চাইতে পারেন কি ?	হ্যাঁ, একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য পৃথক পৃথক আবেদন করে কাজ চাইতে পারেন ।
২২	কাজ চাওয়ার আবেদনের কোনও শেষ তারিখ আছে কি, যার পরে আবেদন করা যাবে না ?	কাজ চাওয়ার জন্য আবেদন সারা বছরের যে কোনও সময় করা যায় ।
২৩	একটানা কমপক্ষে কতদিন কাজের জন্য দরখাস্ত করা যাবে ?	সাধারণত একটানা কমপক্ষে ১৪ দিন (সপ্তাহে অনধিক ৬ দিন) কাজ করা যাবে ।

নং	প্রশ্ন	উত্তর
২৪	কোনও কাজে যদি কোনও ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকেন তবে কাজ চাওয়ার জন্য পুনরায় আবেদন করতে পারবেন কি ?	হ্যাঁ, যদি কোনও ব্যক্তি কোনও কাজে অনুপস্থিত থাকেন তবে তিনি কাজ চাওয়ার জন্য পুনরায় আবেদন করতে পারবেন । শুধু যে সময় তাকে কাজ বরাদ্দ করা হয়েছিল সে সময় যদি তিনি কাজে যোগ না দেন তাহলে পরবর্তী তিন মাস তিনি বেকার ভাতা পাওয়ার যোগ্য হবেন না ।
২৫	কাজ চাওয়ার আবেদনের কত দিনের মধ্যে কাজ দিতে হবে ?	কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দিতে হবে ।
২৬	কে কাজের বরাদ্দ করবেন ?	গ্রাম পঞ্চায়েত বা প্রোগ্রাম অফিসার, যাকে কাজ দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে ।
২৭	আবেদনকারীকে তার গ্রাম থেকে কত দূরে কাজ দেওয়া হবে ?	আবেদনকারী যে গ্রামে বাস করেন তার ৫ কি.মি.-র মধ্যে তাকে কাজ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে । যদি ৫ কিমির মধ্যে আবেদনকারীকে কাজ দেওয়া না যায় তবে তিনি ব্লক এলাকার মধ্যে কাজ পাবেন এবং ৫ কি.মি.-র বাইরের কাজে যাতায়াতের খরচ হিসাবে দৈনিক মজুরির হারের ১০ শতাংশ অতিরিক্ত মজুরি যাতায়াতের খরচ হিসাবে পাবেন ।
২৮	একই পরিবারের একাধিক সদস্য একই সঙ্গে কাজ পেতে পারেন কি ?	হ্যাঁ, একই পরিবারের একাধিক সদস্য একই সঙ্গে কাজ পেতে পারেন । তবে একই পরিবারের একাধিক সদস্য কাজের জন্য আবেদন করলে কোনও একজনকে যদি কাজ বরাদ্দ করা হয় এবং অন্যদের কাজ বরাদ্দ না করা হয়, তবে তারা বেকারভাতা পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না ।
২৯	একই পরিবারের ৪ জন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি থাকলে তারা মিলিতভাবে ৪০০ দিনের কাজ পাবেন কি ?	না, হিসাবটি পরিবার ধরে করতে হবে, ১টি পরিবার (সকল সদস্য মিলে) মোট ১০০ দিনের কাজ পাবে ।
৩০	কোনও পরিবার ১০০ দিন কাজ পেয়ে গেলেও সেই পরিবার কি এই প্রকল্পের আওতায় আর কাজ পেতে পারেন ?	কোনও একটি আর্থিক বছরে কোনও পরিবারের সকল জব কার্ডধারী সদস্য মিলে যদি ১০০ দিন কাজ পেয়ে যায় তবে ওই আর্থিক বছরে ওই পরিবারের কোনও সদস্যের আর কাজ পাওয়ার সুযোগ থাকবে না । এক্ষেত্রে ১০০ দিনের বেশি কাজ দিতে গ্রাম পঞ্চায়েত বাধ্য নয় ।
৩১	কোনও পরিবারকে কাজ দিলেও যদি কাজে যোগদান না করে তাহলে তাদের যতদিন কাজ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই দিন সংখ্যাকে কি ১০০ দিনের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হবে ?	না, কাজ বরাদ্দ করার পরেও যদি কেউ কাজ করতে না যান তবে তাকে যতদিন কাজ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই দিন সংখ্যাকে ১০০ দিন থেকে বাদ দেওয়া যাবে না । তিনি আবার আবেদন করলে তাকে আবার কাজ দিতে হবে এবং তখনও তিনি সর্বমোট ১০০ দিন কাজ পাওয়ার অধিকারী হবেন ।
৩২	কাজ দেওয়া সত্ত্বেও যে সকল পরিবার কাজে কোনও দিন যোগদান করেন না সেই সকল পরিবারের জব কার্ড কি বাতিল করা যাবে ?	না, জব কার্ড বাতিল করা যাবে না ।

নং	প্রশ্ন	উত্তর
৩৩	প্রতিবন্ধী বা বয়স্ক ব্যক্তিরা যদি কাজের জন্য আবেদন করেন তবে তাদের কী ধরনের কাজ দেওয়া যেতে পারে ?	প্রতিবন্ধী বা বয়স্ক ব্যক্তিদের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজগুলি করানো যেতে পারে - ▪ পানীয় জল বহন ও বিতরণ ▪ কাজের জায়গায় নিয়ে আসা বাচ্চাদের দেখাশোনা ▪ বৃক্ষরোপন ▪ নতুন কাজের পর জল বাঁধা বা ছিটানো ▪ মাটি কাটার ক্ষেত্রে জল ছেঁচা ▪ ঝুড়িতে মাটি ভরা ▪ হাল্কা মালপত্র বহন ▪ এছাড়া অন্যান্য যে কোনও হালকা ধরনের কাজ যা এই ব্যক্তিদের দ্বারা করা সম্ভব
৩৪	নতুন কোনও কাজ শুরু করতে কমপক্ষে কতজন অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন ?	নতুন কোনও কাজ শুরু করতে কমপক্ষে ১০ জন অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন । তবে বনসৃজন বা বৃক্ষরোপনের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয় ।
৩৫	এই কর্মসূচিতে দক্ষ বা অর্ধদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে কি ?	হ্যাঁ, প্রকল্পের প্রয়োজনমতো দক্ষ বা অর্ধদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে । এই ক্ষেত্রে মোট টাকার ৭৫ শতাংশ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার এবং ২৫ শতাংশ টাকা রাজ্য সরকার দেবে ।
৩৬	এই কর্মসূচির আওতায় কাজ পেতে গেলে দক্ষ বা অর্ধদক্ষ শ্রমিকের জব কার্ড থাকা কি বাধ্যতামূলক ?	না, এই কর্মসূচির আওতায় কাজ পেতে গেলে দক্ষ বা অর্ধদক্ষ শ্রমিকের জব কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক নয় ।
৩৭	এই কর্মসূচিতে অদক্ষ, অর্ধদক্ষ এবং দক্ষ শ্রমিকের মজুরি কত ?	▪ অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি - দৈনিক ১০০ টাকা ▪ অর্ধদক্ষ শ্রমিকের মজুরি - দৈনিক ১৫০ টাকা ▪ দক্ষ শ্রমিকের মজুরি - দৈনিক ২০০ টাকা
৩৮	শ্রমিকদের মজুরি প্রদান কীভাবে হবে ?	এই কর্মসূচিতে যে সমস্ত অদক্ষ শ্রমিক কাজ করবেন তাদের ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে নিজ নামে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত কেবলমাত্র ওই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই তাকে মজুরি প্রদান করবেন । ১লা নভেম্বর, ২০০৮ থেকে যাবতীয় মজুরি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে করতে বলা হয়েছে । অন্য কোনও ভাবে মজুরি প্রদান করা যাবে না ।
৩৯	এই অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য টাকা কে দেবে ?	অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কোনও টাকা লাগবে না ।
৪০	একই পরিবারের দুই জনের নাম জব কার্ডে থাকলে তারা কি আলাদা আলাদা দুটি অ্যাকাউন্ট খুলবে ?	জব কার্ডে নাম আছে পরিবারের এমন সকল সদস্যর নামে আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে ।
৪১	গড় হারে কি শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করা যায় ?	কাজের পরিমাপ না করেই গড় হারে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান বেআইনি কাজ । কারণ, আইন অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিক তাদের কাজের পরিমাণ অনুযায়ী সমানুপাতিক হারে মজুরি পাবেন যা কাজের পরিমাপ না করলে দেওয়া সম্ভব নয় ।

নং	প্রশ্ন	উত্তর
৪২	কোনও অদক্ষ শ্রমিক কোনও দিন বেশি কাজ করলে নির্ধারিত হারের বেশি মজুরি পাবেন কি ?	হ্যাঁ, কোনও অদক্ষ শ্রমিক বেশি কাজ করলে সমানুপাতিক হারে বেশি মজুরি পাবেন । আবার কম কাজ করলে সমানুপাতিক হারে কম মজুরি পাবেন ।
৪৩	কাজ করার কতদিনের মধ্যে মজুরি প্রদান করতে হবে ?	সাধারণভাবে, সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মজুরি দিতে হবে কিন্তু কখনই তা ১৪ দিনের বেশি দেরি করা যাবে না ।
৪৪	মজুরি প্রদানের তথ্য কোথায় কোথায় লিপিবদ্ধ হবে ?	মাস্টার রোলে, মূল জব কার্ডে এবং নিবন্ধীকরণ ও কর্মসংস্থান রেজিস্টারে (যথাক্রমে ফর্ম নং ৬, ৪ এবং ৩) মজুরি প্রদানের তথ্য লিপিবদ্ধ হবে ।
৪৫	লিড্ ও লিফ্ট বলতে কী বোঝায় ?	লিড্ বলতে বোঝায় মাটি কাটার পর কত দূরত্বে তা বহন করে নিয়ে যেতে হবে । লিফ্ট বলতে বোঝায় মাটি কাটার পর তা কত উচ্চতায় তুলতে হবে । এই লিড্ ও লিফ্ট যত বাড়বে কাজের পরিমাণ আনুপাতিক হারে তত কমবে ।
৪৬	এই কর্মসূচিতে মাস্টার রোল কে ইস্যু করবেন ?	এই কর্মসূচিতে ছয় সংখ্যার ক্রমিক নং যুক্ত মাস্টার রোল প্রোগ্রাম অফিসার ইস্যু করবেন ।
৪৭	কাজের পরিমাপ কে করবেন ?	প্রত্যেকটি কাজের জন্য নিয়োজিত সুপারভাইজার প্রতিদিন কাজের পরিমাপ করবেন । গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নির্মাণ সহায়ক বা কর্ম সহায়ক সাতদিন অন্তর কাজের জায়গায় গিয়ে পরিমাপ করবেন এবং সুপারভাইজারের পরিমাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন ।
৪৮	গ্রাম পঞ্চায়েতকে মেজারমেন্ট বুক কে সরবরাহ করবেন ?	গ্রাম পঞ্চায়েতকে মেজারমেন্ট বুক প্রোগ্রাম অফিসার সরবরাহ করবেন ।
৪৯	যদি কাজ না দেওয়া যায় তখন কী হবে ?	যেদিন থেকে কাজ চাওয়া হয়েছে সাধারণভাবে তার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দিতে না পারলে ওই ব্যক্তি বেকার ভাতার জন্য আবেদন করার অধিকারী হবেন ।
৫০	বেকার ভাতা কীভাবে পাওয়া যায় ?	বেকার ভাতা প্রদানের দায়িত্ব প্রোগ্রাম অফিসারের । বেকার ভাতার জন্য ব্লকে প্রোগ্রাম অফিসারের কাছে সরাসরি দরখাস্ত করতে হবে । গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমেও প্রোগ্রাম অফিসারের কাছে দরখাস্ত করা যেতে পারে । সেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত তার মন্তব্য সহ দরখাস্ত প্রোগ্রাম অফিসারকে পাঠাবেন । প্রোগ্রাম অফিসার সমগ্র বিষয়টি অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন ।
৫১	বেকার ভাতা কী হারে দেওয়া হবে ?	প্রথম ৩০ দিনের জন্য দৈনিক মজুরির এক চতুর্থাংশ হারে এবং পরবর্তী বাকি দিনগুলির জন্য দৈনিক মজুরির অর্ধেক অংশ হারে বেকার ভাতা দেওয়া হবে অর্থাৎ যতদিন না পর্যন্ত তাকে কাজ দেওয়া যায় । কিন্তু যদি এর মধ্যে তাকে কাজ দেওয়া হয় তাহলে আর বেকার ভাতা দেওয়া হবে না । জব কার্ডে নথিভুক্ত করেই বেকার ভাতা দিতে হবে ।
৫২	কোন কোন ক্ষেত্রে বেকার ভাতা পাওয়া যাবে না ?	যে সকল ক্ষেত্রে বেকার ভাতা পাওয়া যাবে না সেগুলি হল :- ▪ যখন গ্রাম পঞ্চায়েত বা প্রোগ্রাম অফিসার দরখাস্তকারী ব্যক্তি বা তার পরিবারের কোনও একজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে কাজ বরাদ্দ করে কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দেবেন

নং	প্রশ্ন	উত্তর
		▪ যখন কাজ বরাদ্দ করা সত্ত্বেও যে সময়ের জন্য কাজ চাওয়া হয়েছিল তা শেষ হয়ে গেলেও দরখাস্তকারী বা তার পরিবারের কোনও সদস্য কাজে যোগ দেন নি ▪ যখন দেখা যাবে দরখাস্তকারী পরিবারের সদস্যরা কোনও আর্থিক বছরে কমপক্ষে মোট ১০০ দিনের কাজ পেয়েছেন ▪ যখন দেখা যাবে দরখাস্তকারীর পরিবার মজুরি ও বেকার ভাতা মিলিয়ে কোনও আর্থিক বছরে ১০০ দিন কাজের মজুরি পেয়ে গেছেন এবং ▪ অতিবৃষ্টি, বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে যথেষ্ট পরিমাণে মজুরি ভিত্তিক কাজ দেওয়া সম্ভব নয় । এক্ষেত্রে এই অবস্থার কথা জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর লিখিতভাবে রাজ্য সরকারকে জানাবে এবং রাজ্য সরকার তা মেনে নিলে তবেই বেকার ভাতা দেওয়ার দায় থাকবে না
৫৩	কখন দরখাস্তকারী পরবর্তী তিন মাসের জন্য বেকার ভাতা দাবী করার যোগ্য হবেন না ?	▪ প্রকল্পে বরাদ্দ কাজ গ্রহণ না করলে ▪ কাজ বরাদ্দ করার ১৫ দিনের মধ্যে কাজে হাজির না হলে ▪ রূপায়ণকারী সংস্থার অনুমোদন না নিয়ে একটানা এক সপ্তাহের বেশি বা মাসে মোট সাত দিনের বেশি কাজে অনুপস্থিত থাকলে
৫৪	কোনও ব্যক্তি বা তার পরিবারের সদস্যরা ৭০ দিনের মজুরি ও ৩০ দিনের বেকার ভাতা যদি পেয়ে থাকেন তবে ওই আর্থিক বর্ষে তিনি বা তার পরিবার কি আরও কাজ পাওয়ার যোগ্য ?	প্রথম ৩০ দিনের বেকার ভাতা পাওয়ার অর্থ পরিবারটি এক চতুর্থাংশ হারে মোট সাড়ে সাত দিনের কাজের মজুরি পেয়েছেন । যেহেতু আগে ৭০ দিন কাজ করেছেন এবং সাড়ে সাত দিনের মজুরি বেকার ভাতা বাবদ পেয়ে গেছেন তাই ওই পরিবারটি আরও (১০০-৭৭১/২) ২২১/২ দিনের কাজ পাবেন ।
৫৫	কাজের জায়গায় কী কী ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকা প্রয়োজন ?	কাজের জায়গায় যে সকল সুবিধাগুলি শ্রমিকেরা পাওয়ার অধিকারী সেগুলি হল ঃ ১) বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, ২) কাজের জায়গায় বিশ্রামের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা, ৩) চোট আঘাত ও অন্যান্য শারীরিক অসুবিধার জন্য যথার্থ প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, ৪) কাজের জায়গায় যদি মহিলা শ্রমিকদের সাথে ৬ বছরের নীচে ৫ বা তার বেশি শিশু থাকে তাহলে তাদের আগলানোর জন্য ক্রেশের ব্যবস্থা ।
৫৬	কাজ চলাকালীন কোনও ব্যক্তি গুরুতর আহত বা নিহত হলে কী ব্যবস্থা আছে ?	কাজ করতে করতে কোনও শ্রমিক আহত হলে রাজ্য সরকার তার চিকিৎসার দায়ভার নেবে । এক্ষেত্রে প্রোগ্রাম অফিসার সমস্ত ব্যবস্থা করবেন । আহত ব্যক্তি হাসপাতালে থাকাকালীন চিকিৎসার যাবতীয় খরচ সহ দৈনিক মজুরির ৫০ শতাংশ পাবেন । আর যদি দুর্ঘটনাবশত শ্রমিকের মৃত্যু বা অঙ্গহানি হয় তবে মৃতের আইন সম্মত উত্তরাধিকারীকে বা পঙ্গু ব্যক্তিকে এককালীন ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা বা বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপিত পরিমাণের অর্থ রূপায়ণকারী সংস্থাকে দিতে হবে ।

নং	প্রশ্ন	উত্তর
৫৭	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনা কীভাবে তৈরি করতে হবে ?	গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে গ্রামবাসীদের নিয়ে পাড়া বৈঠক করে এবং তার মাধ্যমে বছরের কোন সময়ে কোন ধরনের কাজ করা সম্ভব তা উল্লেখ করে সম্ভাব্য কাজের এমন একটা তালিকা তৈরি করতে হবে, যাতে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের চাহিদা অনুসারে কাজ পেতে পারে, আবার এলাকায় পরিকল্পিত ভাবে স্থায়ী সম্পদও তৈরি করা সম্ভব হয় । এই তালিকার ভিত্তিতে প্রতিটি গ্রাম সংসদের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করতে হবে । সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এই খসড়া কর্ম পরিকল্পনা গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দেবে । সব কয়টি গ্রাম সংসদের খসড়া কর্ম পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে । এর পাশাপাশি সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং এলাকায় স্থায়ী সম্পদ তৈরির উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গেও এই কর্মসূচির সমন্বয় সুনিশ্চিত করা দরকার । এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচির কর্ম পরিকল্পনা সামগ্রিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার একটি অংশমাত্র যা বিকেন্দ্রীকৃত ও সহভাগী প্রক্রিয়ায় গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৈরি করতে হবে ।
৫৮	শ্রম বাজেট কী ?	প্রথমে কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে যতগুলি জব কার্ড আছে এবং গত বছর যতগুলি পরিবার কাজের জন্য আবেদন করেছিল সেই তথ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । এর ভিত্তিতে ওই এলাকায় সারা বছর বিভিন্ন মরসুমে মোট কত শ্রম দিবস কাজের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে । এর পাশাপাশি স্থানীয় ভাবে কত শ্রম দিবস তৈরি হয় সে সম্বন্ধেও ধারণা থাকা প্রয়োজন । এর ভিত্তিতে কর্ম পরিকল্পনা তৈরির সময় এই কর্মসূচির আওতায় কোন সময় কাজের চাহিদা বেশি থাকবে তা মাথায় রেখে সেই সময়ের উপযোগী কাজ নির্বাচন করতে হবে । এই সবের ভিত্তিতে একটি বছরের বিভিন্ন সময়ে কত শ্রম দিবস কাজ সৃষ্টি করতে হবে তার জন্য প্রতি মাসের লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক যে বার্ষিক বাজেট তাই হল শ্রম বাজেট ।
৫৯	এই কর্মসূচির আওতায় কী কী ধরনের কাজ করা যেতে পারে ?	এই কর্মসূচির আওতায় যে যে ধরনের কাজ করা যেতে পারে তা নীচে লেখা হল - ক) **জল সংরক্ষণ ও জল সঞ্চয়**, যেমন- পুকুর তৈরি, বাঁধ তৈরি । খ) **বনসৃজন এবং বৃক্ষরোপন সহ ক্ষরা প্রতিরোধে ব্যবস্থা** । গ) **ক্ষুদ্র ও ছোটখাটো সেচের কাজ সহ সেচ খাল খনন** । ঘ) তফসিলী জাতি / আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জমিতে, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পাওয়া জমিতে, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের জমিতে, ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তাদের জমিতে এবং ক্ষুদ্র (চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২.৫ থেকে ৫ একর বা ১ থেকে ২ হেক্টর) ও প্রান্তিক চাষীদের (চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২.৫ একর বা ১ হেক্টরের কম) জমিতে **সেচের ব্যবস্থা, উদ্যান পালন এবং ভূমি উন্নয়নের ব্যবস্থা** ।

নং	প্রশ্ন	উত্তর
		ঙ) **পুকুর সহ চিরাচরিত জলের উৎসের সংস্কার** । চ) **ভূমি উন্নয়ন**, যেমন - বসবাসের জন্য জমির উন্নয়ন । ছ) **বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধমূলক কাজ**, যেমন - বাঁধ সংরক্ষণ বা নির্মাণ । জ) **সব ঋতুর উপযোগী গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা** । ঝ) রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃক অনুমোদিত কাজ, যেমন - ব্লক স্তরে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে **'ভারত নির্মাণ রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্র'** নির্মাণ ।
৬০	'ভারত নির্মাণ রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্র' কী ?	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা আইন - ২০০৫ এর তফসিল - ১ এর অনুচ্ছেদ ১(ix) অনুসারে ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরে 'ভারত নির্মাণ রাজীব গান্ধী সেবা কেন্দ্র' নামে একটি নির্মাণ প্রকল্প চালু করেছে । এই প্রকল্প অনুসারে 'মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচির' জন্য নির্দিষ্ট অফিস বাড়ি তৈরি করা যাবে । যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব বাড়ি নেই সেক্ষেত্রে এই কর্মসূচির বাড়ির একটি অংশ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস রূপে ব্যবহার করা যাবে । যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের যথেষ্ট পরিকাঠামো আছে সেক্ষেত্রে এই কর্মসূচির বাড়িটি জনগণের 'জ্ঞান সম্পদ কেন্দ্র' রূপে ব্যবহৃত হবে । ব্লক স্তরে 'প্রোগ্রাম অফিসার'-এর অফিস এই কর্মসূচিতে নির্মিত বাড়িতেই অবস্থিত হবে । সাধারণভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতে যে বাড়ি তৈরি হবে তাতে একটি ৫০ জনের মিটিং হল, অফিসের প্রয়োজনের জন্য একটি ঘর, তথ্য নির্ভর পরিষেবা দেওয়ার জন্য একটি ঘর, শৌচাগার এবং একটি মুক্ত মঞ্চ থাকবে ।
৬১	এই কর্মসূচির আওতায় নার্সারি তৈরির কাজটি কীভাবে করা যেতে পারে ?	বৃক্ষরোপনের কাজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারাগাছ উৎপাদনের জন্য প্রতিটি গ্রাম সংসদেই স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে নার্সারি তৈরি করা যেতে পারে । যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব জমিতে নার্সারি করার সুযোগ না থাকে তাহলে স্বনির্ভর দলের নিজস্ব জমিতে বা লিজ নেওয়া জমিতে নার্সারি তৈরি করা যাবে । স্বনির্ভর দলের নিজস্ব জমিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নার্সারি তৈরি করলে স্বনির্ভর দল ওই নার্সারির উৎপাদিত মোট চারাগাছের ২৫ শতাংশের মালিক হবে এবং লিজ নেওয়া জমিতে নার্সারি করলে সম্পূর্ণ মালিকানা ওই স্বনির্ভর দলের হবে । নার্সারি তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত করবে ।
৬২	ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর, জমি বা অন্য সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যাবে কি ?	তফসিলী জাতি / আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জমিতে, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পাওয়া জমিতে, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের জমিতে, ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তাদের জমিতে এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জমিতে সেচের ব্যবস্থা, উদ্যান পালন এবং ভূমি উন্নয়নের কাজ করা যাবে । ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুরের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সংস্কার করা যাবে, যদি মালিক পক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে বাড়তি জল জনসাধারণকে ব্যবহার করতে দিতে রাজি থাকেন ।

নং	প্রশ্ন	উত্তর
৬৩	এই কর্মসূচিতে প্রকল্প ব্যয়ের নিম্নসীমা কত ?	এই কর্মসূচিতে প্রকল্প ব্যয় এর নিম্নসীমা ৫০,০০০ টাকা । তবে বনসৃজন বা বৃক্ষরোপনের ক্ষেত্রে এইরূপ কোনও নিম্নসীমা নেই ।
৬৪	এই কর্মসূচিতে কি মেশিন দিয়ে মাটি কাটার কাজ করা যায় ?	না । অদক্ষ শ্রমিকদের কাজের ক্ষেত্রে কিছুতেই মেশিন ব্যবহার করে কাজ করা যায় না । যদি কোনও ক্ষেত্রে মেশিন ছাড়া কোনও ভাবেই কাজ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে জেলা কর্মসূচি সঞ্চালকের (ডি.এম.) অনুমতি নিয়ে তবে সেই কাজ করা যেতে পারে ।
৬৫	এই কর্মসূচিতে মজুরি ও দ্রব্য সামগ্রী ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনও ভাগাভাগি আছে কি ?	সাধারণভাবে ব্লকে মোট খরচের অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি ৬০% ও অর্ধদক্ষ, দক্ষ শ্রমিকের মজুরি ও দ্রব্য সামগ্রী মিলিয়ে ৪০% হতে হবে । তবে যখন এই কর্মসূচির সঙ্গে আর একটি কর্মসূচি (যেমন - বি.আর.জি.এফ.) যুক্ত করে কোনও প্রকল্প হবে তখন মজুরি ও দ্রব্য সামগ্রী ব্যয়ের ক্ষেত্রে ৫০:৫০ হলেও চলবে । Rooftop Rainwater Harvesting এর ক্ষেত্রে এই অনুপাতের বাধ্যবাধকতা নেই । গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ব্যক্তিগত উপভোক্তার জমিতে রূপায়িত প্রকল্পে মোট খরচের মধ্যে অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি ৬০% ও অর্ধদক্ষ, দক্ষ শ্রমিকের মজুরি ও দ্রব্য সামগ্রী মিলিয়ে ৪০% হতে হবে ।
৬৬	পঞ্চায়েত সমিতি এই কর্মসূচির আওতায় যে সকল কাজগুলি করবে সেই সংক্রান্ত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে জানাবে কি ?	হ্যাঁ, পঞ্চায়েত সমিতি এই কর্মসূচির আওতায় যে সকল কাজগুলি করবে সেই সংক্রান্ত তথ্য অবশ্যই গ্রাম পঞ্চায়েতে জানাবে ।
৬৭	কাজের ক্ষেত্রে নির্মাণ সহায়ক ও কর্ম সহায়ক মধ্যে কোনও দায়িত্ব বন্টনের কথা বলা আছে কি ?	যে গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্মাণ সহায়ক ও কর্ম সহায়ক দুটি পদেই লোক আছে সেক্ষেত্রে মাপজোক, কারিগরী তদারকি সংক্রান্ত কাজগুলির ক্ষেত্রে যে সমস্ত কাজে অধিক কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন অথবা আর্থিক বরাদ্দ অধিক সেই কাজের দায়িত্বে থাকবেন নির্মাণ সহায়ক । অনুরূপভাবে যে কাজে ওই দুটি বিষয় কম সেক্ষেত্রে দায়িত্বে থাকবেন কর্ম সহায়ক । গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এই নীতি অনুসারে কোন কাজে কে দায়িত্বে থাকবেন তা ঠিক করে দেবেন । নীচে নির্মাণ সহায়ক এবং কর্ম সহায়কের দায়িত্ব লেখা হল - **নির্মাণ সহায়ক :** ১) প্রাক্‌কলন প্রস্তুত করা, ২) মাপ বইতে যথাযথভাবে কাজের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করা ও সেই অনুসারে মাস্টার রোলে প্রত্যেকের মজুরি লিপিবদ্ধ করা, ৩) প্রকল্পের যাবতীয় প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি দেখাশোনা করা, ৪) নথিভুক্ত কাজের পরিমাপের ভিত্তিতে মাস্টার রোল তৈরি হলে তা এক্সিকিউটিভ অ্যাসিসট্যান্ট-এর কাছে পাঠানো এবং তা যাতে প্রদান করা হয়, সেটি লিখিতভাবে অনুরোধ করা, ৫) কাজের পরিমাপ করা, ৬) গ্রাম রোজগার সেবক কর্তৃক করা মাপের নমুনা মাঝে মাঝেই পরীক্ষা করা ।

<table>
<tr><th>নং</th><th>প্রশ্ন</th><th>উত্তর</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>কর্ম সহায়ক :
১) কাজের প্রযুক্তিগত দিক দেখাশোনা করা,
২) প্রয়োজনে সমস্ত ধরনের মাটির কাজ (প্রাক্‌কলন ব্যয় যাই হোক না কেন) পরিমাপ করা - যা চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে । এক্ষেত্রে পরিমাপ লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট ক্রমিক সংখ্যা বিশিষ্ট মেজারমেন্ট শিট ব্যবহার করা ।</td></tr>
<tr><td>৬৮</td><td>স্তর সাপেক্ষে ভেটিং করার কোনও সীমানা নির্ধারণ করা আছে কি ?</td><td>নিম্নলিখিতভাবে স্তর ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ভেটিং করার ক্ষমতা নির্ধারণ করা আছে ।
<table>
<tr><th>স্তর</th><th>দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক</th><th>আর্থিক সীমা</th></tr>
<tr><td rowspan="2">গ্রাম পঞ্চায়েত</td><td>কর্ম সহায়ক</td><td>২০,০০০ টাকা পর্যন্ত মাটির কাজ</td></tr>
<tr><td>নির্মাণ সহায়ক</td><td>১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত যে কোনও কাজ
২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মাটির কাজ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ব্লক</td><td>টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট</td><td>১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত যে কোনও কাজ
২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মাটির কাজ</td></tr>
<tr><td>এস.এ.ই.</td><td>২,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত যে কোনও কাজ
৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মাটির কাজ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">জেলা</td><td>সহ বাস্তুকার</td><td>২,০০,০০০ টাকা থেকে ৮,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত যে কোনও কাজ</td></tr>
<tr><td>নির্বাহী বাস্তুকার</td><td>৮,০০,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত যে কোনও কাজ</td></tr>
<tr><td colspan="3">২৫,০০,০০০ টাকার ওপরে সমস্ত কাজের প্রায়োগিক অনুমোদন পাওয়া যাবে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে ।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>৬৯</td><td>কাজের প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ সামলানোর কোনও ব্যবস্থা আছে কি ?</td><td>যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে ‘নির্মাণ সহায়ক’ নেই বা থাকলেও এই কর্মসূচিতে কাজের পরিমাণ খুবই বেশি যা একজন নির্মাণ সহায়কের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে করা অসুবিধাজনক, সেখানে নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে কারিগরী বিদ্যার অধিকারী দক্ষ ব্যক্তির সহায়তা নেওয়া যাবে । ওই ব্যক্তিই পরিচিত হবে ‘দক্ষ কারিগরী ব্যক্তি’ (Skilled Technical Person) রূপে এরং সে দক্ষ মজুর কারিগরীর জন্য ধার্য হারে মজুরি পাবে । এক্ষেত্রে শর্তগুলি হল - (১) যে গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্মাণ সহায়ক নেই সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচিতে কাজের জন্য মাসে একাধিক দিন কাজ করলেও কখনই একটানা ছয় দিনের বেশি কাজ করানো যাবে না । (২) নির্মাণ সহায়ক থাকা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তিকে দিয়ে কাজ করাতে হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০০৭-০৮ বর্ষে ৫০ লক্ষ টাকার বেশি করা কাজের</td></tr>
</table>

নং	প্রশ্ন	উত্তর
		পরিমাণ থাকতে হবে ও পরবর্তী বছরগুলিতে ওই পরিমাণ কাজ করতে হবে । (৩) ওই ব্যক্তি যে সমস্ত স্কীম দেখাশোনা করবেন সেই সমস্ত স্কীমের প্রাক্‌কলনে ওই ব্যক্তির মজুরিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।
৭০	গ্রাম রোজগার সেবক কারা ?	যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েত বিগত বা বর্তমান আর্থিক বছরে কমপক্ষে ৫০০০ শ্রমদিবস সৃষ্টি করেছে সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন গ্রাম রোজগার সেবক থাকবে । যদি গ্রাম পঞ্চায়েত বিগত বা বর্তমান আর্থিক বছরে ৪০,০০০ এর বেশি শ্রমদিবস সৃষ্টি করে তবে আরও একজন অতিরিক্ত গ্রাম রোজগার সেবক নিয়োগ করতে পারবে । বি আর জি এফ জেলাগুলির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত যদি ৪০,০০০ এর কম শ্রমদিবস সৃষ্টি করে থাকে এবং সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে যদি ইতিমধ্যেই জীবিকা সেবক থেকে থাকে তাহলে জীবিকা সেবকই গ্রাম রোজগার সেবকের কাজ দেখাশোনা করবে । কিন্তু ইতিমধ্যেই যদি জীবিকা সেবক ও গ্রাম রোজগার সেবক একসঙ্গে কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে থেকে থাকে তাহলে পরবর্তী নির্দেশ না বেরনো পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে । এই জেলাগুলিতে গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪০,০০০ এর বেশি শ্রমদিবস সৃষ্টি হলেও যদি জীবিকা সেবক থেকে থাকে তাহলে নতুন করে আর অতিরিক্ত গ্রাম রোজগার সেবক নিয়োগ করা যাবে না । কেবল একজন গ্রাম রোজগার সেবক থাকবে । সেক্ষেত্রে জীবিকা সেবক অতিরিক্ত গ্রাম রোজগার সেবকের কাজগুলি দেখাশোনা করবে ।
৭১	গ্রাম রোজগার সেবকদের দায়িত্ব কী ?	▪ সাধারণ মাটির কাজের মাপ নেওয়া ▪ প্রয়োজনে নির্মাণ সহায়ককে সহায়তা করা ▪ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারভাইজারের কাজের তদারকি করা ▪ এই কর্মসূচির কাজগুলি দেখভাল করা ▪ কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহায়তা করা
৭২	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা কর্মসূচির সঙ্গে স্বনির্ভর দলগুলিকে কি যুক্ত করা যায় ?	হ্যাঁ যায় । গ্রেড-১ পাশ স্বনির্ভর দলগুলিকে প্রকল্পের সুপারভাইজার হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে । যদি গ্রেড-১ পাশ দল না পাওয়া যায় তবে কমপক্ষে ছয় মাসের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দলকেও এই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে । এইরকম দল না পেলে তবেই অন্য কাউকে সুপারভাইজার নিয়োগ করা যাবে । এছাড়া বৃক্ষরোপনের জন্যে চারাগাছ তৈরির কাজ, মাস্টার রোল যাচাইয়ের কাজে স্বনির্ভর দলগুলিকে যুক্ত করা যায় ।
৭৩	এই কর্মসূচিতে সুপারভাইজারদের দায়িত্ব কী ?	▪ কাজের প্রয়োজন আছে এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কাজের জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা এবং ৪ (ক) ফর্ম পূরণে সহায়তা করা ▪ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র যেমন - ওয়ার্ক অর্ডার, এস্টিমেট, ভেটিং এর কাগজ, রেজলিউশনের কপি, মাস্টার রোল ইত্যাদি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সংগ্রহ করা ▪ রূপায়ণ শুরুর আগে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সাথে আলোচনা করা

নং	প্রশ্ন	উত্তর
		▪ কাজ শুরুর প্রথম দিন নির্মাণ সহায়ক / কর্ম সহায়ক / এস.এ.ই. / টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে রূপায়ণের খুঁটিনাটি কাজের জায়গায় হাতেকলমে বুঝে নেওয়া ▪ কাজ শুরুর আগে উপস্থিত শ্রমিকদের মাস্টার রোলে হাজিরা নেওয়া ▪ শ্রমিকদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে কীভাবে কাজ করতে হবে, কত মজুরি পাবেন তা বুঝিয়ে বলা ▪ গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় কাজের জায়গার কাজের বিবরণী বোর্ড এবং শ্রমিকদের জন্য প্রাপ্ত সুবিধাগুলির ব্যবস্থা করা ▪ প্রত্যেক দিন কাজের পরিমাপ করা এবং সেই পরিমাপ কাঁচা খাতায় তুলে রাখা ▪ প্রত্যেক ৭ দিন অন্তর নির্মাণ সহায়ক বা অন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির চূড়ান্ত পরিমাপ করার পর সেই অনুযায়ী মাস্টার রোল পূরণ করা ▪ শ্রমিকদের মজুরি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রদানের জন্য ওয়েজ লিস্ট তৈরি এবং শ্রমিকদের জব কার্ড পূরণ করা ▪ এস.এম.এস.-এর মাধ্যমে কাজ শুরু ও প্রতিদিনের শ্রমিকের সংখ্যা নির্দিষ্ট ভাবে পাঠানো
৭৪	সুপারভাইজাররা কী হারে মজুরি পাবেন ?	সুপারভাইজাররা প্রতি ৫০ জন পিছু একদিনের অর্ধদক্ষ শ্রমিকের মজুরি অর্থাৎ ১৫০ টাকা করে পাবেন ।
৭৫	এই কর্মসূচিতে কাজের স্বচ্ছতা রক্ষা করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত কী কী পদক্ষেপ নেবে ?	▪ প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলী অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙাবে ▪ স্কীম সংক্রান্ত তথ্য কাজের জায়গায় লিখে রাখবে ▪ নিয়মমতো গ্রাম সংসদের মাধ্যমে সামাজিক নিরীক্ষার ব্যবস্থা করবে ▪ কেউ প্রকল্পের কোনও বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ বা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা আইন অনুযায়ী তাকে জানাবে ▪ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা আইনের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলি সম্বন্ধে গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের দেওয়ালে লিখে রাখবে ▪ তথ্যাবলী সহ প্রকল্পের প্রতিবেদন বছরে অন্তত দুইবার গ্রাম সংসদের সভায় পেশ ও আলোচনা করবে
৭৬	গ্রাম পঞ্চায়েত তার নোটিশ বোর্ডে এই কর্মসূচির মাসিক প্রতিবেদনের কী কী বিষয় জানাবে ?	নোটিশ বোর্ডে কর্মসূচির মাসিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই জানাতে হবে - ১। রেজিস্ট্রিকৃত পরিবারের সংখ্যা এবং জব কার্ড দেওয়া পরিবারের সংখ্যা । ২। কাজ চেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা । ৩। কাজ পেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা । ৪। উক্ত মাসে প্রত্যেক পরিবার গড়ে কতদিন কাজ পেয়েছে । ৫। ১০০ দিন কাজ পেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা ।

নং	প্রশ্ন	উত্তর
		৬। অনুমোদিত প্রাক্‌কলন সহ কতগুলি কাজ শুরু হয়েছে তার নাম, প্রস্তাবিত খরচ এবং কতগুলি শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে তার সংখ্যা । ৭। অনুমোদিত প্রাক্‌কলন সহ কতগুলি কাজ শেষ হয়েছে তার নাম, প্রস্তাবিত খরচ এবং কতগুলি শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে তার সংখ্যা । ৮। ওই মাসের শেষে মজুত অর্থের পরিমাণ । ৯। ওই মাসে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ।
৭৭	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা আইনের অধীনে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের বাইরের দেওয়ালে লেখা প্রয়োজন ?	মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা আইনের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলি সম্পর্কে জনগণ যাতে সচেতন হন সেই উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের দেওয়ালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জনগণের জ্ঞাতার্থে লিখতে হবে - ▪ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা আইনের অধীনে প্রত্যেক রেজিস্ট্রিভুক্ত পরিবার চাহিদার ভিত্তিতে ১০০ দিন পর্যন্ত কাজ পাওয়ার অধিকারী ▪ কাজ চেয়ে লিখিত আবেদন করলে আবেদন পত্রের তারিখ সহ প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস দিতে বাধ্য ▪ (ক) প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরির বর্তমান হার : (খ) কাজের মাপ / পরিমাণ অনুযায়ী মজুরির হার : ▪ যে কোনও ব্যক্তি প্রকল্পের কাজকর্ম সম্পর্কে কোনও অভিযোগ লিখিতভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জানাতে পারবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস তার প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ দিতে বাধ্য
৭৮	এই কর্মসূচি সংক্রান্ত অভিযোগ নিরসনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কী ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন ?	প্রতিটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম্যাট অনুযায়ী অভিযোগ রেজিস্টার রাখতে হবে । প্রতিটি অভিযোগ পরপর ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজিয়ে অভিযোগ রেজিস্টারে তুলতে হবে । কোনও অভিযোগ জমা পড়লে অভিযোগটি খতিয়ে দেখে, তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন । কী ব্যবস্থা নেওয়া হল তা অব্যশই অভিযোগকারীকে জানাতে হবে ।
৭৯	অভিযোগ রেজিস্টার কোথায় কোথায় থাকে ?	প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের দপ্তর, প্রোগ্রাম অফিসারের দপ্তর, মহকুমা প্রকল্প সমন্বয়কারীর দপ্তর এবং জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারীর দপ্তরে একটি করে অভিযোগ রেজিস্টার থাকবে ।
৮০	অভিযোগ জমা দিলে কোনও প্রাপ্তিস্বীকার পাওয়া যাবে কি ?	হ্যাঁ, পাওয়া যাবে । অভিযোগ গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ অভিযোগকারীকে নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে প্রাপ্তি স্বীকার দেবেন, যাতে অভিযোগের ক্রমিক নং, তারিখ, অভিযোগকারীর নাম, অভিযোগ গ্রহণকারীর নাম এবং পদ উল্লেখ থাকবে ।
৮১	কোনও অভিযোগ জমা হলে প্রধান কীভাবে ব্যবস্থা নেবেন ?	কোনও অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে জমা পড়লে প্রধান সাধারণভাবে অভিযোগ পাওয়ার তারিখ থেকে ১০টি কাজের দিনের মধ্যেই তদন্ত করে সেই অভিযোগের নিষ্পত্তি করবেন এবং পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে তদন্তের প্রতিবেদন নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে প্রোগ্রাম অফিসারের কাছে পাঠাবেন । অভিযোগের তদন্তে আইনসিদ্ধ অধিকারগুলি খর্বিত হয়েছে প্রমাণিত হলে প্রধান অভিযোগকারীকে তা জানাবেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করবেন, এক্ষেত্রে কোনও ভাবেই ১৫ দিনের বেশি দেরি

নং	প্রশ্ন	উত্তর
		করা যাবে না। অভিযোগের বিষয় প্রধানের প্রতিবিধানের এক্তিয়ার বহির্ভূত হলে, অভিযোগ দায়েরের ৭ দিনের মধ্যে প্রধান প্রোগ্রাম অফিসারের কাছে অভিযোগটি পাঠাবেন এবং সেই সাথে অভিযোগকারীকেও বিষয়টি অবহিত করবেন।
৮২	সাধারণ মানুষ এই প্রকল্প সংক্রান্ত কোনও তথ্য জানতে চাইলে কী করবেন?	যদি কোনও ব্যক্তি এই প্রকল্প সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য জানতে চান তাহলে তিনি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা আইন অনুযায়ী বা 'তথ্য জানার অধিকার' আইন অনুযায়ী টাকা দিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় দরখাস্ত জমা দেবেন। সংশ্লিষ্ট সংস্থা তাকে সেই সকল তথ্য বা নথির নকল দেবে।
৮৩	সামাজিক নিরীক্ষার উদ্দেশ্য কী?	সামাজিক নিরীক্ষার উদ্দেশ্য হল- ▪ সুশাসন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসাবে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করা ▪ উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত অর্থের অপচয় বন্ধ করা ▪ রূপায়ণে অংশগ্রহণ এবং মতামত দেওয়ার সুযোগের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের ক্ষমতায়ণ ঘটানো ▪ সকলের মতামত গ্রহণ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রূপায়ণকারী সংস্থার সক্ষমতা বাড়ানো
৮৪	সামাজিক নিরীক্ষা দলের সদস্য কারা কারা হবেন?	নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সামাজিক নিরীক্ষা দলের সদস্য হবেন- ১) গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন কর্মচারী (জি.পি. কর্মী বাদে)। ২) গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতিনিধি বা বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত সদস্য না থাকলে এলাকায় উপস্থিত আছে এমন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্য থেকে একজন প্রতিনিধি। ৩) গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির মধ্যে থেকে তিনজন প্রতিনিধি, যাদের মধ্যে একজন হবেন কোনও গ্রাম সংসদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তি, যিনি গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় নেই এমন কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি। বাকি দুইজন এমন ব্যক্তি যারা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি বা সচিব নন। কোথাও যদি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি না থাকে তাহলে গ্রাম সংসদগুলিতে গঠিত বেনেফিশিয়ারি কমিটি থেকে শেষের দুইজন নির্বাচিত হবেন। ৪) অন্তত ছয় মাস ধরে কাজ করছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে এমন তিনটি মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর দল থেকে তিন জন প্রতিনিধি যারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ও ভোটার। তবে এই তিনজনের কাউকে সংঘ বা মহাসংঘের পদাধিকারী হওয়া চলবে না। ৫) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কর্মরত নিবন্ধীকৃত ও স্বীকৃত কোনও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান থেকে বা এলাকায় কোনও গোষ্ঠী ভিত্তিক সংগঠন বা কোনও নিবন্ধীকৃত ক্লাব থেকে ১ জন যিনি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ও ভোটার। ৬) ২ জন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ও ভোটার এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য নন। ৭) ২ জন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী যারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ও ভোটার এবং উন্নয়ন সমিতির সদস্য নন।

নং	প্রশ্ন	উত্তর
		প্রয়োজনে এই টিম গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারী বা এলাকার কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ও সাহায্য নিতে পারেন । ৪ থেকে ৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সদস্যদের মধ্যে যদি ২/১ জন কম হয় তাহলেও টিমের গঠন অসম্পূর্ণ হবে না এবং কাজ করতেও বাধা নাই ।
৮৫	সামাজিক নিরীক্ষা দলের ভূমিকা কী ?	সামাজিক নিরীক্ষা দলের ভূমিকা মূলত দুইটি । প্রথমত, গ্রামের মানুষ কর্মসূচির পরিকল্পনা ও রূপায়ণে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করছেন কিনা এবং তার মধ্যে দিয়ে কাজের মান বাড়ছে কিনা দেখা । দ্বিতীয়ত, নিরীক্ষক হিসাবে প্রকল্পের নথিপত্র খতিয়ে দেখে মতামত জানানো ।
৮৬	সামাজিক নিরীক্ষা সভায় কী হবে ?	সামাজিক নিরীক্ষা সভার দিন গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্য এবং সমস্ত কর্মচারীরা উপস্থিত থাকবেন । গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের একজন সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব নেবেন । যথেষ্ট সংখ্যক জনসমাগম হওয়ার পর দিনের কাজ শুরু হবে । সভাপতি (যিনি গ্রাম বাসীদের মধ্যে থেকে হবেন) প্রথমে জনগণের কাছে সামাজিক নিরীক্ষার ধারণা ও তার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলবেন । এরপর সামাজিক নিরীক্ষা দল নিরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া সমস্ত তথ্য সকলের সামনে পাঠ করে শোনাবেন । রূপায়ণকারী সংস্থার কোনও প্রতিনিধিকে সভায় ওঠা যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে । এছাড়া পূর্ববর্তী সামাজিক নিরীক্ষার ভিত্তিতে গৃহীত কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাও জানাতে হবে ।
৮৭	সামাজিক নিরীক্ষায় গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব কী ?	সামাজিক নিরীক্ষায় গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব- ▪ সামাজিক নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে সামাজিক নিরীক্ষা দল গঠন করা ▪ সামাজিক নিরীক্ষা দল গঠনের কাজে কোনও সমস্যা হলে প্রোগ্রাম অফিসারের সাহায্য নেওয়া ▪ সমাজিক নিরীক্ষা দল গঠনের পর দলের সদস্যদের নামের তালিকা প্রোগ্রাম অফিসার এবং জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরের কাছে পাঠানো ▪ সামাজিক নিরীক্ষা দলের নিরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ধারণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে প্রোগ্রাম অফিসারের সাহায্য নেওয়া ▪ সামাজিক নিরীক্ষা দলের কাজকর্মের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র যোগান দেওয়া এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করার জন্য ১ জন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীকে দায়িত্ব দেওয়া ▪ সামাজিক নিরীক্ষা দলের কাজকর্মের সুবিধার জন্য দলের যাতায়াত, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের প্রতিলিপি করা, প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনা ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয় গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করা এবং ব্যয় পূরণের জন্য বিল ভাউচারসহ প্রোগ্রাম অফিসারের কাছে পাঠানো ▪ সামাজিক নিরীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং সামাজিক নিরীক্ষা সভার কার্যবিবরণীর প্রতিলিপি প্রোগ্রাম অফিসার এবং জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরের কাছে সামাজিক নিরীক্ষা সভার দুই সপ্তাহের মধ্যে পাঠানো ▪ সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সমস্ত মতামত পাওয়া যাবে তার পরিপ্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা প্রোগ্রাম অফিসারকে নিরীক্ষার ২ সপ্তাহের মধ্যে জানানো

নং	প্রশ্ন	উত্তর
৮৮	সামাজিক নিরীক্ষায় প্রোগ্রাম অফিসারের দায়িত্ব কী ?	সামাজিক নিরীক্ষায় প্রোগ্রাম অফিসারের দায়িত্ব- ▪ ব্লক এলাকাভুক্ত সমস্ত গ্রাম সংসদের সামাজিক নিরীক্ষার কাজ সুনিশ্চিত করা ও তদারকি করা ▪ সামাজিক নিরীক্ষা দল নির্বাচনে সমস্যা হলে তার সমাধান করা ▪ সামাজিক নিরীক্ষা দলগুলির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরের সাহায্য চাওয়া ▪ সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে উঠে আসা তথ্য বিশ্লেষণ করা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া ▪ নিরীক্ষার মাধ্যমে উঠে আসা অনিয়মগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেওয়া ▪ সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে উঠে আসা তথ্য বিশ্লেষণ করে যা পাওয়া গেল সেই সম্পর্কীত যাবতীয় বিষয় প্রত্যেক মাসে জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরকে জানানো
৮৯	সামাজিক নিরীক্ষায় জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব কী ?	সামাজিক নিরীক্ষায় জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব- ▪ গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক সামাজিক নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে সামাজিক নিরীক্ষা দল গঠনের জন্য বিশেষ গ্রাম সভার ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা ▪ সারা জেলায় সামাজিক নিরীক্ষা কর্মসূচির তদারকি করা ও প্রয়োজনীয় সাহায্য করা ▪ সামাজিক নিরীক্ষা দলের প্রশিক্ষণে প্রোগ্রাম অফিসারদের সাহায্য করা ▪ সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে উঠে আসা অনিয়মগুলির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং কর্মসূচির সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণে সহায়তা ও তদারকি ▪ সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে উঠে আসা তথ্য এবং প্রতিবেদনগুলি বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং তা রাজ্য সরকারের নিকট পাঠানো
৯০	এই কর্মসূচি সংক্রান্ত কোনও কিছু জানার বা জানাবার জন্য রাজ্য স্তরের হেল্পলাইনটির নম্বর কত ?	এই কর্মসূচি সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন থাকলে, কোনও বিষয়ে জানানোর বা জানার থাকলে বা অভিযোগ থাকলে যে কোনও ব্যক্তি রাজ্য স্তরের হেল্পলাইন ১৮০০৩৪৫৪০৮৩ নম্বরে ফোন করে জানতে বা জানাতে পারেন ।